সত্য নবি শেষ নবি ﷺ

মূল

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ﵀

সংক্ষিপ্তায়ন

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ﵀

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ভাষা-সম্পাদনা

আশিক আরমান নিলয়

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

প্রথম অধ্যায়

নুবুওয়াতের নিদর্শনের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলার বাণী :

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

'আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে অবহিত হওয়াটা কি যথেষ্ট নয়? শুনে রাখো, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। জেনে রাখো, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।'[১]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার বহু নিদর্শন রয়েছে। অন্য সকল নবির তুলনায় তাঁর নিদর্শন সবচেয়ে বেশি। আর কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। এতেই তাঁর নুবুওয়াতের দাবি এবং সে দাবির সত্যতার

[১] সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, ৪১ : ৫৩-৫৪।

প্রমাণ রয়েছে। এটা তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্যও বটে।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

ما من نبيٍّ من الأنبياءِ إلّا وقد أوتيَ من الآياتِ ما آمنَ على مثلهِ البشرُ وإنَّما كان الَّذى أوتيتُهُ وحيًا أوحاهُ اللهُ إليَّ فأرجو أنْ أكونَ أكثرَهم تابعًا يومَ القيامةِ

‘প্রত্যেক নবিকেই কিছু নিদর্শন দান করা হয়েছে, যা দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে আমার প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত ওহি। আশা করি, কিয়ামাতের দিন তাঁদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।’[২]

নুবুওয়াতের দলিলগুলো আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতের দলিলের মতো। এর মধ্যে কিছু বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা সকলেই বুঝতে পারে। প্রসিদ্ধ অলৌকিক ঘটনাবলি এ ধরনের। যেমন- নবিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়া, মেঘমালা তৈরি হওয়া, বৃষ্টি নেমে আসা। আবার কিছু নিদর্শন বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে নির্দিষ্ট। সৃষ্টিজীবের সকলেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার এবং তাঁর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনার প্রয়োজন রাখে। এটা সার্বজনীন এক প্রয়োজন। পার্থিব ও অপার্থিব সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন রয়েছে। তাই কিছু নিদর্শনকে সর্ববোধগম্য করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন এটি।

সর্বজনের বোধগম্য এমন কিছু নিদর্শনই সামনে আলোচিত হবে, যেগুলো থেকে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

নবিদের নিদর্শনাবলী বিভিন্ন ধরনের। কিছু নিদর্শন তাঁরা নবি হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। কিছু তাঁদের নুবুওয়াত লাভের সময় সংঘটিত হয়েছে। আবার

[২] বুখারি, আস-সহীহ, ৪৯৮১, ৭২৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ, ১৫২।

কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে তাঁদের মৃত্যুর পর। নবি হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে : পূর্ববর্তী নবিগণের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে যাওয়া। আর তাঁদের নুবুওয়াত-লাভের সময় সংঘটিত নিদর্শনাবলির বিষয়টি তো সম্পূর্ণ সুস্পষ্টই। জীবদ্দশায় সংঘটিত নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁদের সাহায্য করা, শত্রুদের হাত থেকে তাঁদের মুক্ত করা, তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেওয়া। আর তাঁদের মৃত্যুর পর সংঘটিত নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে—তাঁদের অনুসারীদের সাহায্য করা, তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেওয়া।

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মলাভ, জীবদ্দশা, মৃত্যুর পর বরং মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কিয়ামাত পর্যন্ত প্রতিটি সময়েই আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি রেখে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে নবি ﷺ

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দুআ করে বলেছেন :

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩

‘হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনিই পরাক্রমশালী, হিকমাতওয়ালা।’[৩]

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতে সুস্পষ্ট কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার স্থানের উল্লেখ

তাওরাতে এসেছে :

جاء الله من طور سيناء و أشرق من ساعير و استعلن من جبال فاران

[৩] সূরা বাকারা, ২ : ১২৯।

‘আল্লাহ তাআলা সিনাই পর্বত থেকে এসেছেন, আর সাঈর উপত্যকাকে আলোকিত করে তুলেছেন এবং ফারান পর্বতে ঘোষণা প্রদান করেছেন।’[৪]

এখানে প্রথমোক্ত বাক্যে তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ইনজিল অবতীর্ণ হওয়ার কথা। আর তৃতীয় বাক্যে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ‘ফারান’ দ্বারা মক্কা উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মুসলিম, ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টান—সকলেই একমত। এ নিয়ে তাদের কারোই কোনো মতভিন্নতা নেই।

সংঘটিত হওয়ার সময় অনুযায়ী এ ভবিষ্যদ্বাণীতে পরপর তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ তিনটির প্রত্যেকটিই আল্লাহর নূর এবং তাঁর হিদায়াত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে ‘জাআ’ (এসেছেন) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ‘আশরাকা’ (উজ্জ্বল করে দিয়েছেন) শব্দ। আর তৃতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ‘ইস্তা’লানা’ (ঘোষণা প্রদান করেছেন)। এর মাধ্যমে যেন বোঝানো হয়েছে যে, তাওরাত সুবহে সাদিকের সময় ফোটা প্রভাতের মতো। ইনজিল প্রভাতের পর সূর্য উদ্ভাসিত হওয়ার মতো। আর কুরআন যেন সূর্য আলোকোজ্জ্বল রূপ-লাভ করার মতো।

এ কারণেই দেখা যায়, পূর্বের দুই কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিলের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব যতটুকু আলোকিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি আলোকিত হয়েছে কুরআন কারীমের মাধ্যমে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনকে বলেছেন,

سِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

‘উজ্জ্বল প্রদীপ।’[৫]

[৪] ওল্ড টেস্টামেন্ট, দ্বিতীয় যাত্রা, শ্লোক : ৩৩।

[৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৬।

সূর্যের ব্যাপারেও ঠিক একই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে,

سِرَاجًا وَهَّاجًا

'উজ্জ্বল প্রদীপ।'[৬]

উল্লিখিত উভয় সূর্যের প্রতিই মানুষ মুখাপেক্ষী। তবে প্রথমটির প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতা অধিক। কারণ, তাদের সেটার প্রয়োজন সবসময়। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সবগুলোর ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা সূরা তীনে শপথ করেছেন। তিনি বলেন :

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝٣

'শপথ তীন (ডুমুর) ও যাইতুনের এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের। এবং এই নিরাপদ নগরীর।'[৭]

আয়াতে প্রথমে পূণ্যভূমি বাইতুল মাকদিসের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তীন ও যাইতুন উৎপন্ন হয়। আর সে ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)।

দ্বিতীয় আয়াতে সিনাই পর্বতের কথা বলা হয়েছে মূসা (আলাইহিস সালাম) যে পাহাড়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন তা। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে নিরাপদ শহর তথা মক্কার কথা। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাওরাতের উদ্ধৃতিটা ভবিষ্যদ্বাণী। তাই বিষয় তিনটি সংঘটিত হওয়ার সময় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন কারীমের উদ্ধৃতিটি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এতে কেবল এগুলো সম্পর্কে শপথ করা হয়েছে। তাই সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি এতে। উল্লেখ্য, বিষয়গুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়াটা বোঝাতেই এ শপথ করা হয়েছে।

---

[৬] সূরা নাবা, ৭৮ : ১৩।
[৭] সূরা তীন, ৯৫ : ১-৩।

তাসবীহ ও তরবারি

যাবূরে এসেছে :

يكبرون الله باصوات مرتفعة

'তারা উচ্চস্বরে আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করবে।'

এর পূর্বে বলা হয়েছে :

يسبحونه على مضاجعهم بايديهم سيوف ذات شفرتين

'তারা বিছানায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তাদের হাতে থাকবে দু'ধারী তলোয়ার।'[৮]

এ ভবিষ্যদ্বাণী কেবল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উম্মাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা আযানের সময় তারাই উচ্চস্বরে আল্লাহর মহত্ত্বের ঘোষণা (আল্লাহু আকবার) দিয়ে থাকে। উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময়ও আল্লাহর তাকবীর (মহত্ত্ব বর্ণনা) পাঠ করে তারা।[৯]

এমনিভাবে তারাই ঈদের সালাতে, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে, সালাত শেষে, পশু কুরবানি করার সময়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাঈ প্রভৃতির সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ

---

[৮] মাযমুর : ১৩৯, ১- ৯।

[৯] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় তাকবীর (মহত্ত্ব বর্ণনা) বলতাম। আর নিচু ভূমিতে অবতরণের সময় পাঠ করতাম তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা)। এ পন্থাটি সালাতে বহাল রাখা হয়।' (বুখারি, আস-সহীহ, ২৯৯৩, ২৯৯৪)
রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই আমল করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সুনানু আবী দাউদে, হাদীস : ২৫৯৯, তাতে এসেছে :
'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সেনাবাহিনী কোনো উঁচু স্থানে উঠার সময় "আল্লাহু আকবার" এবং নিচে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ" বলতেন। এ পন্থাটি সালাতেও বহাল রাখা হয়।'

عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, জটিলতা চান না। যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদেরকে হিদায়াত দান করায় আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো এবং যাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।'[১০]

তিনি আরও বলেন,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করো। এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।'[১১]

একমাত্র মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাতই আযানে উচ্চস্বরে আল্লাহর মহত্ত্বের ঘোষণা দিয়ে থাকে, অন্য কোনো জাতি নয়। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উম্মাতকে সালাতের জন্য একত্র করা হতো শিঙা-ধ্বনির মাধ্যমে, আর খ্রিষ্টানদেরকে একত্র করা হয় ঘণ্টা বাজানোর মাধ্যমে। তাদের কারোর পদ্ধতিতেই উচ্চস্বরে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনার বিষয়টি নেই।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত অপর বিষয়টি ছিল : তারা হবেন উভয় দিক ধারালো তরবারির অধিকারী। এ বৈশিষ্ট্য সাহাবায়ে কেরামের ছিল। তাঁদেরই এমন তরবারি ছিল, যার মাধ্যমে তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও বলা হয়েছে : তারা নিজেদের বিছানায় তাসবীহ পাঠ করবে। অর্থাৎ, শুয়ে শুয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে তারা। ঘরে শোবার

[১০] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫।
[১১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৭।

স্থানে সালাত আদায় করবে। ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানরা এভাবে তাসবীহ পাঠ করে না। কেবল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাতই এভাবে তাসবীহ পাঠে করে থাকে। সালাত আদায় করে এভাবে। আর সালাত-ই তো সবচেয়ে বড় তাসবীহ। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে :

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

‘অতএব, আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করো সন্ধ্যায় ও সকালে, অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা তাঁরই।’[১২]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

‘এরা যা বলে, সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ঘোষণা করুন রাতের কিছু অংশে ও দিবসের প্রান্তভাগে। সম্ভবত, এতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।’[১৩]

এখানে তলোয়ার দিয়ে যে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, তা উম্মাতে মুহাম্মাদিরই বৈশিষ্ট্য। খ্রিষ্টানদের অনেকেই তো বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে দোষণীয় মনে করে। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উম্মাত কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করে বিধায় উলটো সমালোচনা করে খ্রিষ্টানদের কেউ কেউ।

যাবূরে আরও এসেছে :

تقلد ايها الجبار بالسيف شرائعك مقرونة بالهيبة

---

[১২] সূরা রূম, ৩০ : ১৭-১৮।
[১৩] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৩০।

‘হে পরাক্রমশালী, তরবারি ধারণ করুন। আপনার শারীয়াতের সাথে ভীতি রয়েছে।’[১৪]

এখানে তরবারি ধারণের কথা বলা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর পর একমাত্র মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কোনো নবিই কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেননি।

তারপর বলা হয়েছে : ‘আপনার শারীয়াতের সাথে ভীতি রয়েছে।’ এটাও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রযোজ্য। তিনি এক হাদীসে বলেছেন, ‘আমাকে ভীতির মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে।’[১৫]

ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁকে জব্বার তথা প্রতাপশালী বলে সম্বোধন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি হবেন প্রবল প্রতাপের অধিকারী। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন ছিলেন রহমতের নবি, তেমনি যুদ্ধের নবিও। তাঁর উম্মাত কাফিরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর আর নিজেদের মাঝে দয়ার্দ্র।

দাজ্জালের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

মুসলিম, ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলেই একমত যে, সকল নবিই মাসীহ দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আর সুসংবাদ দিয়েছেন দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশে জন্মগ্রহণকারী (ঈসা) মাসীহের ব্যাপারে। তেমনিভাবে তারা সকলেই একমত যে, পথভ্রষ্টকারী মাসীহ তথা দাজ্জালের আগমন এখনো ঘটেনি। পক্ষান্তরে হিদায়াতের পথপ্রদর্শনকারী মাসীহের (ঈসা আলাইহিস সালাম) আগমন শীঘ্রই ঘটবে।

মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা এ বিষয়েও একমত যে, হিদায়াত প্রদর্শনকারী মাসীহ হলেন ঈসা (আলাইহিস সালাম)। কিন্তু ইয়াহূদিরা তা অস্বীকার করে। ঈসা (আলাইহিস সালাম) দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশে জন্মগ্রহণের বিষয়টি তারা মেনে

[১৪] মাযমুর : ৫৪: ২-৫।
[১৫] বুখারি, আস-সহীহ, ৩৩৫, ৪৩৮; মুসলিম, আস-সহীহ, ৫২১।

নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাসীহ হওয়াটাকে স্বীকার করে না তারা। তাদের যুক্তি এরকম: ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, তাঁর ওপর সকল জাতিই ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর তো সকল জাতি ঈমান আনেনি।

খ্রিষ্টানরা অবশ্য স্বীকার করে যে, তিনি ইতোমধ্যেই নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তবে সামনে আরেকবার আগমন করবেন। আগমনের সময় হিসেবে তারা বলে থাকে কিয়ামাত-দিবসের কথা। তারা মনে করে, মানুষকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তিনি আসবেন।

পক্ষান্তরে মুসলিমরা ঈসা মাসীহের ওপর ঈমান রাখে নবিগণের প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। আর সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসেই তা বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم

'শীঘ্রই তোমাদের মাঝে মারইয়াম-পুত্র অবতরণ করবেন।'[১৬]

এটা মূলত নিম্নের আয়াতেরই ব্যাখ্যা :

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

'আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণি রয়েছে, তারা সবাই মৃত্যুর পূর্বে তাঁর (ঈসা'র) প্রতি ঈমান আনবে। আর কিয়ামাতের দিন তিনি হবেন তাদের ওপর সাক্ষী।'[১৭]

ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদের ঐশী গ্রন্থাদিতে এমন বিবরণই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টানরা ধারণা করে বসে আছে যে, এটা হবে কিয়ামাতের দিন। এটা তাদের ভুল ধারণা। তিনি সর্বপ্রথম যখন আগমন করেছিলেন, তারা তখনো ভুলের শিকার হয়েছিল। তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি হলেন আল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ! পক্ষান্তরে

[১৬] আহমাদ, আল মুসনাদ, ৭২৬৯; বুখারি, আস-সহীহ, ২৪৭৬, ৩৪৪৮; মুসলিম, আস-সহীহ, ১৫৫।

[১৭] সূরা নিসা, ৪ : ১৫৯।

ইয়াহূদিরা তাঁর প্রথম আগমনকেই অস্বীকার করে। যার সম্পর্কে ঐশী গ্রন্থাদিতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে তারা সেই ব্যক্তি বলে মনেই করে না। তাই অন্য এক ব্যক্তির অপেক্ষায় আছে তারা। আসলে সুসংবাদপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে শুরুতেই তাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তিনি পুনরায় আসবেন। তখন পৃথিবীতে থাকা ঐশী কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সকলেই তার প্রতি ঈমান আনবে। এসব লোকদের ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে সেসময়।

নবি ﷺ ও ঈসা মাসীহ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠতা

যেহেতু ঈসা (আলাইহিস সালাম) এ উম্মাতের মধ্যে আগমন করবেন, এ কারণে তাঁর এবং রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এরকম সম্পর্ক রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অন্য কোনো নবির নেই। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে বলেন,

أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَاتٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

‘আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসার অধিক ঘনিষ্ঠ। আর নবিগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর মাঝে কোনো নবি নেই।’[১৮]

তিনি আরও বলেছেন,

كيف تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى فى آخرها

‘এমন জাতি কীভাবে ধ্বংস হতে পারে, যার শুরু ভাগে রয়েছি আমি আর শেষ ভাগে রয়েছেন ঈসা।’[১৯]

[১৮] বুখারি, আস-সহীহ, ৩৪৪২; মুসলিম, আস-সহীহ, ২৩৬৫।

[১৯] আল মুজাম, ইবনু আসাকির, ৫৪৪; ইবনু আসাকির বলেন, এটা অত্যন্ত গরিব হাদীস।

তৃতীয় অধ্যায়

শৈশবে নবি ﷺ-এর মুজিযা

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের সময় যেসব নিদর্শনাবলি সংঘটিত হয়েছে, তাও প্রসিদ্ধ। সে বছরই হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জন্মলাভের পর শৈশবে প্রকাশ পেয়েছে বহু নিদর্শন এবং তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে বহু দলিল। এ সময় যে মহিলা তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন, তিনি নিজেই সেসব নিদর্শনাবলি পরিলক্ষ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার ইবনি আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুধ-মা হালিমা বলেন,

'কোনো এক দুর্ভিক্ষের বছর দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য বানূ সা'দ ইবনু বকরের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমি মক্কায় যাই। দুর্বল একটি গাধীতে সওয়ার হয়ে মক্কায় পৌঁছি। আমার সঙ্গে ছিল আমারই একটি শিশু সন্তান আর একটি বুড়ো উটনী। আল্লাহর শপথ! উটনীটি আমাকে এক ফোঁটা দুধও দিচ্ছিল না। আর শিশুটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকায় আমরা সেই রাতে একবিন্দুও ঘুমাতে পারিনি। কারণ, তাকে খাওয়াবার মতো না আমার স্তনে এক ফোঁটা দুধ পেয়েছি, আর না উটনীর ওলানে। তবে আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছলতা লাভে আশাবাদী ছিলাম।

যা হোক, সেই গাধীটির পিঠে সওয়ার হয়ে পথ চলতে লাগলাম। গাধীটি দুর্বল ও শীর্ণকায় হওয়ায় আমার গতি শ্লথ ছিল। এতে আমার সঙ্গীদের বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে একসময় আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের সব কজন মহিলার সামনেই রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু শিশুটি ইয়াতীম শুনে কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। আমরা বললাম, 'বাচ্চার বাপ থাকলেই না টাকা-পয়সা দিতে পারত। মা-দাদা কীই-বা করবে?'

যা হোক, আমি ছাড়া আমার সঙ্গী সব মহিলা একটি করে শিশু নিয়ে নেয়। আমরা যখন ফেরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তখন আমার স্বামীকে বলি, 'আল্লাহর শপথ, শিশু সন্তান না নিয়ে এইভাবে শূন্য হাতে ফিরে যেতে আমার খারাপ লাগছে। আমি ওই ইয়াতীম শিশুটিকে অবশ্যই নিয়ে যাব।' স্বামী বলেন, 'ঠিক আছে, তাই করো! হতে পারে, আল্লাহ তার মধ্যে আমাদের জন্য বরকত রেখেছেন।' আমি গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে নিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি তো তাকে গ্রহণ করেছিলাম অন্য শিশু না পেয়ে নিতান্ত নিরূপায় হয়ে।

ইয়াতীম মুহাম্মাদকে নিয়ে আমি আমার বাহনের কাছে গেলাম। তাকে দুধ পান করানোর সময় লক্ষ করলাম, আমার দুই স্তন পর্যাপ্ত দুধে পরিপূর্ণ। শিশু মুহাম্মাদ তৃপ্তির সাথে তা পান করে এবং তার দুধ ভাইও সেই দুধ পান করে তৃপ্ত হয়। আমার স্বামী উটনীর কাছে গিয়ে দেখতে পান, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ। উটনী থেকে তিনি দুধ দোহন করেন। নিজে পান করেন, আমিও তৃপ্তি সহকারে পান করি। সে রাতটা শান্তিতে কাটাই আমরা। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামী আমাকে বলেন, 'হালিমা! আল্লাহর শপথ, আমার মনে হচ্ছে, তুমি একটি বরকতময় শিশুই নিয়েছ।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আমি এমনই আশা করি।'

তিনি বলেন, 'এরপর আমরা বের হয়ে গাধীটিতে আরোহণ করি। শিশুটিকে আমার সাথে নিয়ে বসি। শপথ আল্লাহর! গাধীটি আমাদের নিয়ে এত দ্রুতগতিতে ছুটে চলে যে, সঙ্গের একটি গাধাও তার নাগাল পাচ্ছিল না। তা দেখে আমার সঙ্গীরা বলতে শুরু করে যে, 'আবূ যুআইবের মেয়ে, ব্যাপারটা কী? আসার সময়ও এই গাধীর পিঠেই ছিলে না?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, এটিই।' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এর বিশেষ কোনো রহস্য আছে!'

এভাবে আমরা বানূ সা'দের এলাকায় এসে পৌঁছি। তখন এই ভূখণ্ডের চেয়ে অনুর্বর কোনো ভূমি আল্লাহর জমিনে ছিল বলে আমার মনে হয় না। শিশুটিকে

নিয়ে আসার পর থেকে আমার বকরির পাল সারাদিন চরে সন্ধ্যাবেলা তৃপ্তপেটে স্তনভর্তি দুধ নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে। আমরা সে দুধ দোহন করে পান করতে লাগলাম। অথচ আমাদের আশেপাশে তখন কারও বকরিই এক ফোঁটা দুধ দিচ্ছিল না। প্রতিবেশীর বকরিগুলো সারাদিন চরে সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধার্ত পেটেই ফিরে আসত। তাই তারা রাখালদের বলে দেয়, 'আবূ যুআইবের মেয়ের বকরির পাল যেখানে চরে, আজ থেকে আমাদের বকরিগুলোও তোমরা সেখানেই চরাবে।' তারা তাদের বকরিগুলো আমার বকরিপালের সঙ্গে চরাতে শুরু করে। কিন্তু তারপরও তাদের বকরি আগের মতোই দুধবিহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরত। কিন্তু আমার বকরি ফিরত তৃপ্তপেটে স্তনভর্তি দুধ নিয়েই।

এ ছাড়াও আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একের-পর-এক কল্যাণ লাভ করতে থাকি। এইভাবে দুটি বছর হয়ে যায়। আমি তাকে দুধপান করানো বন্ধ করে দিই। এরইমধ্যে সে এক নাদুস-নুদুস বালকে পরিণত হয়।

আমরা তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাই। বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় তাকে ফিরিয়ে দিতে আমাদের মন সায় দিচ্ছিল না। যা হোক, তার মা তাকে দেখার পর আমি বলি, 'আরও স্বাস্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত আপনার ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে দিন। মক্কার মহামারিতে সে আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছি আমি।' আল্লাহর শপথ, আমি কথাটা বারবার বলায় শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হন।

তাকে নিয়ে আমরা বাড়ি চলে আসি। এর এক মাস পর একদিন তিনি তার দুধ-শরিক এক ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ির পেছনে বকরি চরাতে যান। হঠাৎ তার ভাইটি দৌড়ে এসে বলে, 'সাদা পোশাক-পরা দুজন লোক এসে আমাদের ঐ কুরাইশী ভাইকে শুইয়ে তার পেট চিড়ে ফেলেছে!' খবর শুনে আমি ও তার দুধপিতা দৌড়ে তার কাছে গিয়ে দেখি, বিবর্ণ অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। জিজ্ঞাসা করি, 'বাবা, তোমার কী হয়েছে?' জবাবে সে বলে, 'সাদা পোশাক-পরা দুজন লোক এসে আমাকে শুইয়ে ফেলে। তারপর আমার পেট চিড়ে পেটের ভেতর থেকে কী যেন খুঁজতে থাকে।'

হালিমা বলেন, আমরা তাকে ঘরে নিয়ে গেলাম। তার দুধপিতা বলেন, 'হালিমা, আশঙ্কা হয় যে, আমার এই সন্তানটিকে জিনে পেয়ে বসেছে। চলো, আমরা যা আশঙ্কা করছি, কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগেই ভালোয় ভালোয় আমরা তাকে

তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।' তাকে নিয়ে আমরা তার মায়ের কাছে চলে গেলাম। তার মা জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপার কী, ধাত্রী? আমার ছেলের প্রতি আপনাদের দুজনের এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আপনারা একে ফিরিয়ে আনলেন কেন?' হালিমা এবং তার স্বামী বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এখন এর ব্যাপারে আমাদের মনে নানা বিপদাপদের আশঙ্কা হচ্ছে। তাই আপনার পুত্রকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে আসলাম। যেমনটা আপনি ভালোবাসেন।'

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কীসের আশঙ্কা করছেন আপনারা? কী ঘটেছে, সত্যি করে আমাকে খুলে বলুন!' আমরা তাকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালাম। শুনে তিনি বলেন, 'আপনারা কি এর ব্যাপারে দুষ্ট জিনের ভয় করছেন? কক্ষনো নয়, আল্লাহর শপথ! আমার এই ছেলের ওপর শয়তানের কোনো হাত থাকতে পারে না। আল্লাহর শপথ! আমার এই ছেলে ভবিষ্যতে বিরাট কিছু হবে। একটা ঘটনা শোনাই?' আমার বললাম, 'জি হ্যাঁ, শোনান।' তিনি বললেন, 'ও যখন আমার গর্ভে, তখন একদিন স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার ভেতর থেকে এক ঝলক আলো বের হয়ে তাতে সিরিয়ার সকল রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ, তার চেয়ে সহজ ও হালকা কোনো গর্ভস্থ সন্তান আমি কখনো দেখিনি। আবার যখন তাকে প্রসব করি, তখন সে আকাশ পানে মাথা তুলে দুহাতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তাই আপনারা একে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না!'"[২০]

এমনিভাবে শৈশবকালে যেসকল অলৌকিক বিষয় তাঁর সঙ্গে ঘটেছে, সেগুলো এখানে উল্লেখযোগ্য। এরমধ্যে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করার ঘটনাটি অন্যতম।

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন, এ সময় তাঁর কাছে জিবরীল

[২০] ইবনু ইসহাক কৃত আস সিরাতুন নববিয়্যা, ১/১৪৯, ইবনু হিব্বান, ৬৩৩৫, তাবারানি, ২৪/২১২-২১৪, তারিখুত তাবারি, ২/ ১৫৮-১৬০, বাইহাকি কৃত দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, ১/১৩২-১৩৯,
এ ঘটনার সনদ যঈফ। ইবনু ইসহাক এটি বর্ণনা করেছেন জাহাম বিন আবূল জাহাম থেকে। যার ব্যাপারে যাহাবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তার পরিচয় আমি জানি না। সে হালিমা সাদিয়্যার ঘটনা বর্ণনা করেছে। (আল মুগনি ফিয যুআফা, ১/১৩৮)
আর জাহাম এটি আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার থেকে শুনেননি। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার এটি কোনো মাধ্যম ছাড়াই হালিমা থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ হালিমার সাথে তার সাক্ষাতই ঘটেনি। এ ঘটনাটিকে আলবানি যঈফ বলেছেন। দেখুন, দিফাউন আনিল হাদীসিন নববি, ৩৮-৩৯, আত তালিকাতুল হিসান, ৬৩০১।